জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

নেপবার্তা

অর্ধবার্ষিক প্রকাশনা ▸ ২৩শ বর্ষ ▸ ১ম সংখ্যা ▸ জানুয়ারি ২০২০

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) একটি শীর্ষ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নেপ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। কার্যক্রমগুলোর কিছুটা প্রতিফলন ঘটে 'নেপ বার্তা'য়। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির ষান্মাসিক প্রকাশনা 'নেপ বার্তা' জানুয়ারি ২০২০ প্রকাশিত হলো।

'নেপ বার্তা'র এ সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে ৩৬তম বোর্ড অব গভর্নরস সভার সংবাদ, একনজরে নেপ প্রশিক্ষণ সংবাদ। নিয়মিত সংবাদের মধ্যে রয়েছে নেপ-এ কর্মকর্তাদের যোগদান, পদোন্নতি এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সংবাদ। মুজিববর্ষের প্রাক্কালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ এ সংখ্যায় 'বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি' প্রকাশ করা হলো। আরও সংযোজিত হয়েছে, 'মনোজাগতিক শৃঙ্খল মুক্তিই সাফল্য আনে' এবং 'মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে আমার ভাবনা' শীর্ষক দুটি নিবন্ধ।

'নেপ বার্তা' প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে সরকারের শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম প্রচার করে থাকে। সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ আমাদের প্রকাশনাকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
E-mail : dgnape@gmail.com

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক

উপদেষ্টা
মোঃ ইউসুফ আলী (উপসচিব)
পরিচালক

সম্পাদনা পর্ষদ
মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ
উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ
মোহাম্মদ আলফাজ উদ্দিন
বিশেষজ্ঞ
শেলী দত্ত
বিশেষজ্ঞ
মনোয়ারা বেগম
সহকারী বিশেষজ্ঞ
মো. নজরুল ইসলাম
সহকারী বিশেষজ্ঞ
মোহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক
সহকারী বিশেষজ্ঞ

বোর্ড অব গভর্নরস সভার সিদ্ধান্ত

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) বোর্ড অব গভর্নরস-এর ৩৬তম সভা গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ সোমবার বেলা ৩.০০ টায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, চেয়ারম্যান, নেপ বোর্ড অব গভর্নরস এবং সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ।

উক্ত সভায় বোর্ড অব গভর্নরস-এর সদস্য সচিব ও নেপ-এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলমসহ সম্মানিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ৬টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এবং আলোচনা শেষে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা উন্নয়নে গঠনমূলক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরের নির্ধারিত ৪টি ব্যাচ প্রশিক্ষণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হওয়ায় সভাপতি মহোদয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করছেন জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, চেয়ারম্যান, নেপ বোর্ড অব গভর্নরস ও সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত :

নেপ-এর বাংলাদেশ সি-ইন-এড বোর্ডকে 'বাংলাদেশ ডিপিএড বোর্ড' করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রস্তাবিত খসড়া ডিপিএড পরিচালনা নীতিমালা- ২০১৯ চূড়ান্ত করার জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। ডিপিএড কোর্সের মেয়াদ ১৮ মাস এবং এই দীর্ঘ সময়ে বিদ্যালয়গুলোতে একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত হয় তাই ডিপিএড কোর্সের মেয়াদ কমানোর ব্যাপারে সকল সদস্য একমত প্রকাশ করেন। DPEd Effectiveness Study-এর রিপোর্ট পাওয়ার পর মেয়াদ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)-এর নামের বানান "জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)" হিসেবে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নেপ-এর নিজস্ব তহবিল হতে সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকা ব্যয়ে ২৫০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি জেনারেটর ক্রয়ের বিষয়টি সভায় অনুমোদিত হয়।

নেপ মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম-এর অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম ২৩ অক্টোবর ২০১৯ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনামতে ২৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে তিনি অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদায় মহাপরিচালক পদে পুনরায় নেপ-এ যোগদান করেন। পূর্বে তিনি যুগ্মসচিব পদমর্যাদায় ০২ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি. থেকে নেপ-এর মহাপরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

জনাব মোঃ শাহ আলম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের একাদশ ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি গত ০১ এপ্রিল ১৯৯৩ সালে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনায় সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে সহকারী কমিশনার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), সিনিয়র সহকারী কমিশনার, ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, উপসচিব এবং যুগ্মসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। চাকরিকালে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে তিনি ভারত, জাপান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়া সফর করেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ হতে ১৯৮৯ সালে বিএসসি এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভ করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২০০৮ সালে এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (ফার্মস্ট্রাকচার) ডিগ্রি অর্জন করেন। জনাব আলম ১৯৬৪ সালে কুড়িগ্রাম জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক। তাঁর স্ত্রী জনাব আরশেদা চৌধুরী একজন সুগৃহিণী এবং তিনি মহাপরিচালক মহোদয়ের সকল কাজে প্রেরণার উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

১৯২০ : ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৭ই মার্চ জন্ম। পিতা শেখ লুৎফর রহমান, মাতা শেখ সায়েরা খাতুন। চার বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে তৃতীয়। বাবা-মা ডাকতেন খোকা বলে।

১৯২৭ : সাত বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা এম.ই. স্কুলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু। নয় বছর বয়সে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি।

১৯৩৬ : পিতার বদলি-সূত্রে মাদারীপুর পাবলিক ইনস্টিটিউশনে ভর্তি।

১৯৩৭ : পিতার বদলিজনিত কারণে পুনরায় ভর্তি গোপালগঞ্জের মিশন হাই স্কুলে ।

১৯৩৮ : বেগম ফজিলাতুননেছার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। পারিবারিক জীবনে তাঁরা দুই কন্যা ও তিন পুত্র সন্তানের জনক-জননী। স্কুল পরিদর্শনে এলে শেরে বাংলা ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে পরিচয়। স্কুল সংস্কারের দাবী উত্থাপন। সংবর্ধনা কমিটি নিয়ে জটিলতায় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সাতদিনের কারাভোগ।

১৯৩৯ : গোপালগঞ্জ মুসলিম লীগ স্থাপন। লীগের ডিফেন্স কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত।

১৯৪০ : নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলনে যোগদান, এক বছরের জন্য বেঙ্গল মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত।

১৯৪২ : গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে এন্ট্রান্স্ পাস (এসএসসি), কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে মানবিক বিভাগে ভর্তি, বেকার হোস্টেলে অবস্থান। সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে সম্পৃক্ত।

১৯৪৩ : সক্রিয় রাজনীতি শুরু। মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত। দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিলে যোগদান। খাদ্যসংকটে ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ।

১৯৪৪ : কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনে যোগদান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। কোলকাতাস্থ 'ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন'-এর সম্পাদক নির্বাচিত।

১৯৪৬ : ইসলামিয়া কলেজ ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। এপ্রিলে দিল্লি মুসলিম লীগের সম্মেলনে যোগদান এবং আজমীর, জয়পুর ও আগ্রা সফর। ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পাশ। আগস্টে কোলকাতায় দাঙ্গা প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন।

১৯৪৭ : দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি।

১৯৪৮ : জানুয়ারিতে মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে প্রতিবাদ-আন্দোলনে সামনের সারিতে থেকে বাংলার পক্ষে আন্দোলন সংগঠন। ১১ই মার্চ ভাষার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে গ্রেফতার। ছাত্র-জনতার প্রবল আন্দোলনের মুখে সরকার কর্তৃক ১৫ই মার্চ বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি প্রদান। ১৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত ছাত্র সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন।

১৯৪৯ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সমর্থন দান। এ আন্দোলনে নেতৃত্বদানের অভিযোগে ২৯শে মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জরিমানা দণ্ড ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত। ১৯শে এপ্রিল ভিসির বাসভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘটের কারণে গ্রেফতার। ২৩শে জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত, জেলে থাকা অবস্থায়ই এ দলের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। জুলাই মাসের শেষে মুক্তি পেয়ে খাদ্যসংকটের কারণে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠন। পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা আগমন উপলক্ষ্যে ভুখা মিছিলে নেতৃত্বদানের অভিযোগে ১৪ই অক্টোবর আবার গ্রেফতার, এ দফায় দুই বছর পাঁচ মাস জেলে বন্দি।

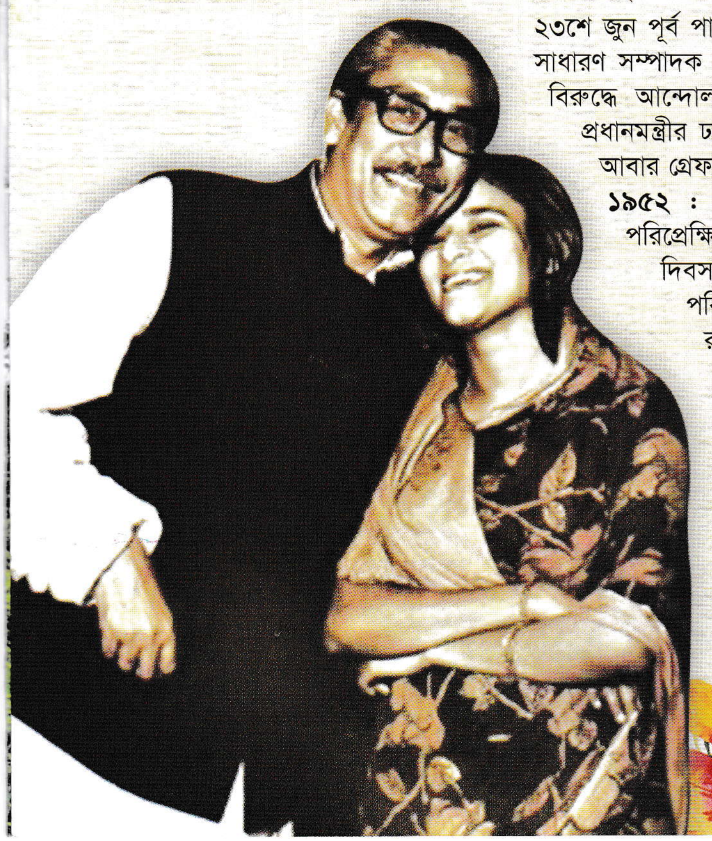

১৯৫২ : খাজা নাজিমউদ্দিনের 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু' এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থা থেকেই ২১শে ফেব্রুয়ারিকে রাজবন্দি মুক্তি দিবস ও রাষ্ট্রভাষা দাবি দিবস হিসেবে পালন করার জন্য রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতি আহ্বান। কারাগার থেকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়ে ঢাকা থেকে ফরিদপুর কারাগারে স্থানান্তর। ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে কারাগারে অনশন শুরু। ২১শে ফেব্রুয়ারির মর্মন্তুদ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কারাগার থেকে এক বিবৃতিতে ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলি চালানোর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ। একটানা অনশনের পর ২৬শে ফেব্রুয়ারি কারাগার থেকে মুক্ত। সেপ্টেম্বরে পিকিং-এ শান্তি সম্মেলনে যোগদান।

১৯৫৩ : ৯ই জুলাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। পাকিস্তান গণপরিষদের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার লক্ষ্যে ১৪ই নভেম্বর দলের বিশেষ কাউন্সিলে যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব গৃহীত।

১৯৫৪ : ১০ই মার্চের সাধারণ নির্বাচনে ২৩৭ আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের ২২৩ আসন, তন্মধ্যে আওয়ামী লীগের ১৪৩ আসন লাভ। গোপালগঞ্জ আসনে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিদুজ্জামানকে ১৩ হাজার ভোটে পরাজিত করে বঙ্গবন্ধুর জয়লাভ। ১৫ই মে প্রাদেশিক সরকারের কৃষি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ। ৩০শে মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল, করাচি থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন এবং গ্রেফতার। ২৩শে ডিসেম্বর মুক্তি লাভ।

১৯৫৫ : ৫ই জুন পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ২৫শে আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদের ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলা' নামে অভিহিত করার প্রস্তাব, ২১ দফার ভিত্তিতে বাংলার স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে গণভোট আয়োজনের দাবি উত্থাপন। ২১শে অক্টোবর কাউন্সিলে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বর্জন করে ধর্মনিরপেক্ষ দল হিসেবে আওয়ামী লীগের যাত্রা শুরু। কাউন্সিলে পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত।

১৯৫৬ : ৩রা ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দসহ পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে খসড়া শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির দাবি। দলের সভায় প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতায় সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ভুখা মিছিলে নেতৃত্ব দান। ১৬ই সেপ্টেম্বরে কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ-এইড মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ।

১৯৫৭ : নিজ দলকে সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে দলীয় সিদ্ধান্তে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ। চীনে সরকারি সফর (২৪শে জুন-১৩ই জুলাই)।

১৯৫৮ : সামরিক শাসন জারি ও রাজনীতি নিষিদ্ধের পর ১১ই অক্টোবর গ্রেফতার, একের পর এক মিথ্যা মামলার শিকার। চৌদ্দ মাস পরে মুক্তি লাভ, জেলগেইট থেকে পুনরায় গ্রেফতার।

১৯৬০ : ৭ই ডিসেম্বর হাইকোর্টে রিট করে মুক্তি লাভ। সামরিক শাসন ও আইয়ুববিরোধী আন্দোলন সংগঠনের লক্ষ্যে গোপন রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা।

১৯৬২ : ৬ই ফেব্রুয়ারি জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার। সামরিক শাসন অবসানে ১৮ই জুন মুক্তি লাভ। ২৪শে সেপ্টেম্বর লাহোর গমন, শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বিরোধীদলীয় মোর্চা 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' গঠিত। অক্টোবরে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সারা বাংলায় সফর।

১৯৬৩ : চিকিৎসাধীন সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে পরামর্শের জন্য লন্ডন গমন।

১৯৬৪ : ২৫শে জানুয়ারি নিজ বাসভবনে এক সভায় আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব পাশ। সভায় মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও শেখ মুজিব যথাক্রমে দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটিতে নেতৃত্ব দান। আইয়ুববিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উদ্যোগ গ্রহণ, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ১৪ দিন পূর্বে গ্রেফতার।

১৯৬৫ : রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে মামলার মুখোমুখি, এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত, পরে হাইকোর্টের আদেশে মুক্তি লাভ।

১৯৬৬ : ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ। ১লা মার্চ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত। ৬ দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সারা বাংলায় জনসংযোগ। বারবার আটক।

১৯৬৮ : ৩রা জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক এক নম্বর আসামী হিসেবে অন্য আরও ৩৪জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারসহ পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত। ১৭ই জানুয়ারি মুক্ত, পুনরায় জেলগেইট থেকে গ্রেফতার হয়ে ঢাকা সেনানিবাসে আটক। অভিযুক্তদের মুক্তির দাবিতে সারা দেশে বিক্ষোভ। ১৯শে জুন ঢাকা সেনানিবাসে মামলার বিচারকার্য শুরু।

১৯৬৯ : ৫ই জানুয়ারি ৬ দফাসহ ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন ক্রমে গণআন্দোলনে পরিণত। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে আইয়ুব সরকার কর্তৃক ১লা ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান ও শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তির প্রস্তাব প্রদান। প্যারোলে মুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।

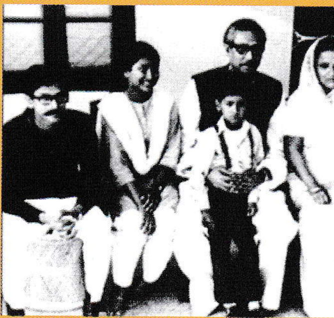

ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখে ২২শে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ সকল আসামীকে মুক্তি দানে বাধ্য। ২৩শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক সংবর্ধিত এবং আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত। সংবর্ধনা-উত্তর ভাষণে ছাত্রসমাজের ১১ দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা। ১০ই মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে আইয়ুব খান আহূত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান, বৈঠকে গণঅসন্তোষ নিরসনে ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জোর দাবি উত্থাপন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উক্ত প্রস্তাব মেনে না নেওয়ায় গোলটেবিল বৈঠক ত্যাগ করে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। ২৫শে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক সামরিক শাসন জারি।

২৫শে অক্টোবর তিন সপ্তাহের সাংগঠনিক সফরে লন্ডন গমন। ৫ই ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় পূর্ব বাংলাকে 'বাংলাদেশ' নামকরণ।

১৯৭০ : ৬ই জানুয়ারি পুনরায় আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত। ১লা এপ্রিল আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত। ৭ই জুন রেসকোর্স ময়দানে ৬ দফা দাবি বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে সমর্থনের আহ্বান। ৭ই ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন; জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের ২৮৮টি আসনে বিজয়।

১৯৭১ : জনরায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করে ৩রা জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা। ৫ই জানুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টো কর্তৃক আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনে সম্মতি ঘোষণা। জাতীয় পরিষদ সদস্যদের সভায় পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত। ২৮শে জানুয়ারি ভুট্টোর ঢাকা আগমন; তিনদিনের মুজিব-ভুট্টো আলোচনা ব্যর্থ। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান; বৈঠক বয়কটের ঘোষণা দিয়ে ভুট্টো কর্তৃক দুই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি উত্থাপন; বঙ্গবন্ধুর এক বিবৃতিতে এ দাবির তীব্র সমালোচনা ও আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জোর দাবি। ১লা মার্চ ইয়াহিয়া কর্তৃক অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত ঘোষণা। প্রতিবাদে ৩রা মার্চ দেশব্যাপী হরতাল পালিত। রেসকোর্স ময়দানে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক জনসভায় দৃপ্ত ঘোষণা "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্।"

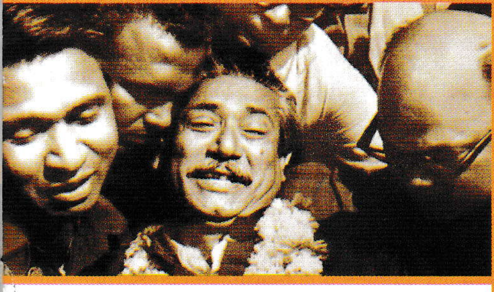

১৬ই মার্চ ঢাকায় ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো বৈঠক শুরু। ২৫শে মার্চ বৈঠক ব্যর্থ, সন্ধ্যায় ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগ। ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে নিরপরাধ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি হওয়ার পূর্বমুহূর্তে ২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত প্রবাসী অস্থায়ী সরকারের পরিচালনায় নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হয় বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা।

১৯৭২ : আন্তর্জাতিক চাপে নতিস্বীকার করে ৮ই জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি প্রদান। সেদিনই লন্ডন হয়ে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা। পথে দিল্লিতে যাত্রাবিরতি, ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক উষ্ণ অভ্যর্থনা প্রদান।

১০ই জানুয়ারি মুক্ত স্বাধীন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। জনতা কর্তৃক অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা প্রদান।

১২ই জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ। ৬ই ফেব্রুয়ারি ভারত ও ২৮শে ফেব্রুয়ারি সোভিয়েট ইউনিয়ন সফর। বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ১২ই মার্চ ভারতীয় মিত্রবাহিনীর বাংলাদেশ ত্যাগ। ১০ই অক্টোবর বিশ্বশান্তি পরিষদ কর্তৃক 'জুলিও কুরী' পুরস্কারে ভূষিত। সরকার প্রধান হিসেবে যুদ্ধবিধ্বস্ত ও সদ্য স্বাধীন দেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কার্যে আত্মনিয়োগ।

১৯৭৩ : জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ২৯৩ আসন লাভ। ৩রা সেপ্টেম্বর সিপিবি ও ন্যাপের সঙ্গে মিলে ঐক্যফ্রন্ট গঠন।

৬ই সেপ্টেম্বর জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের (ন্যাম) শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য আলজেরিয়া গমন। ১৭ই অক্টোবর জাপান সফর।

১৯৭৪ : ২২শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান।

২৩শে ফেব্রুয়ারি ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য পাকিস্তান গমন।

১৭ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ কর্তৃক জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ। ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রথমবারের মতো বাংলায় ভাষণ প্রদান।

১৯৭৫ : ২৫শে জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ। ২৪ শে ফেব্রুয়ারি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জাতীয় দল 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' গঠন। বৈদেশিক সাহায্যনির্ভরতা কমিয়ে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালানোর লক্ষ্যে জাতীয় দলে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সকল রাজনৈতিক দল ও নেতাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান। নতুন আশার উদ্দীপনা নিয়ে স্বাধীনতার সুফল ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হতে শুরু করে। কিন্তু উন্নয়নের এই গতি স্তব্ধ হয়ে যায় অচিরেই।

১৫ই আগস্টের ভোরে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী বিপথগামী বিশ্বাসঘাতক অফিসারের হাতে শাহাদাত বরণ করেন।

১৫ই আগস্ট জাতির ইতিহাসে এক কলঙ্কময় দিন। এই দিবসটি 'জাতীয় শোক দিবস' হিসেবে পালন করে বাঙালি জাতি।

তথ্যসূত্র : মোনায়েম সরকার (সম্পাদক), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি* (২য় খণ্ড, ২০০৮), বাংলা একাডেমি, ঢাকা (পৃ.৭৪৫-৭৫৬)

পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণের অফিস ব্যবস্থাপনা এবং বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তৈরি করতে দেশের ৬৭টি পিটিআই ডিপিএড কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। পিটিআই-এ প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা, যুগোপযোগী শিখন-শেখানো কৌশল সম্পর্কে ব্যবহারিক কার্যক্রম পরিচালনা করা, প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং বিভিন্ন বিষয়ে স্বল্পমেয়াদী পেশাগত প্রশিক্ষণ পরিচালনাসহ সামগ্রিক কাজ সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানের একটি সঠিক ব্যবস্থাপনা থাকা অপরিহার্য। পিটিআইয়ের সুপারিনটেনডেন্টগণ এইসব বিষয় পরিচালনার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন। তাই পিটিআইয়ের সুপারিনটেনডেন্টগণের দক্ষতা বৃদ্ধি ও তাদের ধ্যান-ধারণাকে সময়োপযোগী করার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে পিটিআই-এর সুপারিনটেনডেন্টগণের জন্য নেপ গত ২৬ হতে ২৮ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত 'অফিস ব্যবস্থাপনা ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সটি উদ্বোধন করেন ড. এ এফ এম মনজুর কাদির, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ, ময়মনসিংহ।

কোর্সের উদ্বোধক ড. এ এফ এম মনজুর কাদিরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন জনাব মোঃ শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ

প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য: প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে সুপারিনটেনডেন্টগণ পিটিআই-এর জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পারদর্শী হবেন, সি-ইন-এড এবং ডিপিএড কোর্স পরিচালনা ও পরীক্ষা পরিচালনায় পারদর্শী হবেন। পিটিআই-এর সম্পদ ব্যবহার ও সংরক্ষণে দক্ষ হওয়ার পাশাপাশি তারা পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে সচেষ্ট হবেন।

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু: সুষ্ঠু পরীক্ষা পরিচালনা ও রেকর্ড সংরক্ষণ কৌশল, পিটিআই-এর বার্ষিক কার্যক্রম ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, পিটিআই-এ সংঘটিত বিভিন্ন অনিয়ম প্রতিরোধে করণীয়, ডিপিএড ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ টার্ম-এর কাজ ও করণীয়। তিন দিনে মোট ১২টি অধিবেশন পরিচালনা করা হয়। বিভিন্ন পিটিআই-এ কর্মরত মোট ৬৫জন সুপারিনটেনডেন্ট ২টি ব্যাচে এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ১ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনায় ছিলেন ড. সুজন কুমার সরকার, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ ও কোর্স সমন্বয়ক ছিলেন জনাব মোঃ আবদুল হাই, সহকারী বিশেষজ্ঞ ও শাহনাজ নুরুন্নাহার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। ২য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনায় ছিলেন জনাব শেলী দত্ত, বিশেষজ্ঞ এবং কোর্স সমন্বয়ক ছিলেন মোঃ সাইফুল ইসলাম ও মোঃ মাহমুদুল হাসান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, নেপ।

সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারদের অফিস ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং মাঠপ্রশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি ময়মনসিংহ কর্তৃক আয়োজিত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের আওতায় সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণের পাঁচদিনব্যাপী সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারদের অফিস ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং মাঠপ্রশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২৪ হতে ২৮ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার জনাব খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান, এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব। সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ শাহ আলম, অতিরিক্ত সচিব, মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান, বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ

কোর্সের বিষয়বস্তু : এসডিজি, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পিপিআর, প্রাথমিক শিক্ষায় ইনোভেশন, প্রশাসনে নৈতিকতা ও শিষ্টাচার, সরকারি পত্র যোগাযোগ, এসিআর লিখন, Income Tax Return, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে আইসিটি-এর যথাযথ ব্যবহার এবং ই-ফাইলিং, আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য, ডিপিএড-এর সফল বাস্তবায়নে এডিপিইওগণের ভূমিকা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ও সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, আর্থিক বিধিবিধান, অডিট আপত্তি ও নিস্পত্তি, Gender and Inclusive Education, Action plan প্রণয়ন ও মুক্ত আলোচনা। কোর্স পরিচালনায় ছিলেন কোর্স পরিচালক জনাব আক্তার হোসেন, বিশেষজ্ঞ এবং কোর্স সমন্বয়ক জনাব মনোয়ারা বেগম, সহকারী বিশেষজ্ঞ। প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত জ্ঞান মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন করে প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রতিবেদন নেপ-এ প্রেরণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। কোর্সটির সফল সমাপ্তির পর প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

পিটিআই ইনস্ট্রাক্টর ও ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টরগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ-ঘোষিত এসডিজি'র অন্যতম অভীষ্ট 'সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি'র লক্ষ্যে বহুমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রয়াসের বহুলাংশই নির্ভর করে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণের ওপর। গুরুত্বপূর্ণ এই কাজে সফলতা অর্জনের জন্য কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই এই দক্ষতা নিশ্চিতকরণ সম্ভব। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে। নেপ আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মধ্যে মাঠপর্যায়ের নব-নিযুক্ত কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স অন্যতম। চাকরিতে যোগদানের পর পেশাগত দায়িত্বসমূহ সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক কর্মকর্তার বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রত্যেক কর্মকর্তাকে দৃষ্টিভঙ্গি পরিববর্তনের মাধ্যমে নিজের কাজের প্রতি অধিকতর আন্তরিক, সৃজনশীল, দক্ষ ও নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম করে তুলতে সহায়তা করে থাকে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এমপি

সমাপনী অনুষ্ঠানে মেধাতালিকায় ১ম স্থান ও ডিজি অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত জনাব মাহবুবুর রহমানের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন জনাব মোঃ শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) গত ০২ নভেম্বর - ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ পিটিআই ইনস্ট্রাক্টর ও ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টরগণের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের (৪র্থ ব্যাচ) আয়োজন করে। ৬০ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নেপ-এর মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহ আলম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ময়মনসিংহ জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, নেপ-এর পরিচালক জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, ময়মনসিংহ প্রাথমিক শিক্ষার বিভাগীয় উপপরিচালক জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, কোর্স পরিচালক ও নেপ-এর উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ জনাব মাহবুব এলাহী।

সম্মানিত প্রধান অতিথি প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের যুগান্তকারী বিভিন্ন পদক্ষেপের বর্ণনা দেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে মূল্যবান দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন এবং মহাপরিচালক মহোদয় তাদের পেশাগত দায়িত্ব যথাযথ ও আন্তরিকভাবে পালনের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। ৪০জন পিটিআই ইনস্ট্রাক্টর ও ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর পর্যায়ের কর্মকর্তা এই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কোর্সের মূল উদ্দেশ্য: দক্ষ, সৃজনশীল, কর্মঠ ও ব্যক্তিত্ববান কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রত্যেক কর্মকর্তা তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য দক্ষতার সাথে পালন করতে সক্ষম হন।

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু: ৬০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের সেশন কার্যক্রম মোট ১০টি মডিউলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মডিউলসমূহ- ১. প্রাথমিক শিক্ষা, ২. প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও ডিপিএড শিক্ষাক্রম, ৩. শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল, ৪. চাকরির বিধানাবলি, ৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ৬. অফিস ব্যবস্থাপনা, ৭. একাডেমিক তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন ও সামাজিক সচেতনতা, ৮. সুশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ৯. যোগাযোগ ও আইসিটি দক্ষতা, ১০. সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি। এ মডিউলগুলোর আলোকে মোট ১৩৬টি সেশন পরিচালিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রতি মডিউল শেষে একটি করে মডিউলভিত্তিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

৬০ দিনব্যাপী এ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে নেপ-এর অনুষদ সদস্যবৃন্দ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ কর্মকর্তাগণ তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে অধিবেশন পরিচালনা করেন। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে মেধাতালিকায় ১ম স্থান ও ডিজি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন জনাব মাহবুবুর রহমান, ইনস্ট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই, মাইজদী। এই প্রশিক্ষণে কোর্স পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মাহবুব এলাহী, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, নেপ। কোর্স সমন্বয়ক হিসেব দায়িত্বে ছিলেন জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জনাব শাহনাজ বেগম, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জনাব নাসির উদ্দিন, সহকারী বিশেষজ্ঞ এবং জনাব সাইফুল ইসলাম, সহকারী বিশেষজ্ঞ, নেপ।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টরগণের অফিস ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে উপজেলা রিসোর্স সেন্টারগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে একাডেমিক সাপোর্ট প্রদান করার জন্য ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টরগণ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজন ও বাস্তবায়ন করে থাকেন। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টরগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। পদোন্নতি প্রাপ্ত ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টরগণকে অফিস ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনায় অধিকতর দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ২৪ হতে ২৮ আগস্ট, ২০১৯ পাঁচ দিনব্যাপী পদোন্নতিপ্রাপ্ত ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টরগণের অফিস ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করে। এই কোর্সে অংশগ্রহণ করেন পদোন্নতিপ্রাপ্ত ৩০ জন ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর।

উক্ত কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ বিভাগের সম্মানিত বিভাগীয় কমিশনার জনাব খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান, এনডিসি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নেপ-এর শ্রদ্ধাভাজন মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম, অতিরিক্ত সচিব। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন নেপ-এর পরিচালক জনাব মোঃ ইউসুফ আলী (উপসচিব) ও কোর্স পরিচালক জনাব মোঃ আলফাজ উদ্দিন, বিশেষজ্ঞ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান, বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ এবং সভাপতি জনাব মোঃ শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মোঃ শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ

পাঁচদিনের এই কোর্সটিতে এসডিজি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পিপিআর, প্রশাসনে নৈতিকতা ও শিষ্টাচার, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ , আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য, এসিআর লিখন, ক্যাশ বই লিখন, একাডেমিক তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন, প্রাথমিক শিক্ষায় ইনোভেশন, আইসিটির ব্যবহার ও ই-ফাইলিং, সরকারি পত্র যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ ও প্রাজ্ঞ প্রশিক্ষকগণ অধিবেশন পরিচালনা করেন। এর মাধ্যমে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টরগণ অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সরকার গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে এবং অফিস ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনায় সফলভাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন।

এই প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে কোর্স প্রশাসনে জনাব মোঃ আলফাজ উদ্দিন, বিশেষজ্ঞ কোর্স পরিচালক এবং জনাব দীপ্তি দেবী, সহকারী বিশেষজ্ঞ ও জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন, সহকারী বিশেষজ্ঞ কোর্স সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন।

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করে গণমানুষের সুখ-শান্তি ও স্বপ্ন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি। – জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ কোর্স

বর্তমান সরকার সকলের জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দেশের মাঠপর্যায়ের শিক্ষকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে সুশৃঙ্খল ও গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক ও একাডেমিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন সুশাসন, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা। মাঠপর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে বর্তমান শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ বাস্তবতার আলোকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) গত অর্থবছর থেকে ১৫দিনব্যাপী 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ কোর্স'র আয়োজন করে আসছে এবং ৬টি ব্যাচে পিএসসি কর্তৃক নিয়োগকৃত মোট ২৪০ জন প্রধান শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই অর্থবছরে দুটি ব্যাচে (৭ম ও ৮ম) প্রশিক্ষণ সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। কোর্সের মেয়াদ ছিল ২০ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত। এই প্রশিক্ষণে দুটি ব্যাচে ৪০ জন করে মোট ৮০ জন প্রধান শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

১৫দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ জোবায়েদুর রহমান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ, ময়মনসিংহ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করছেন জনাব মোঃ জোবায়েদুর রহমান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রশিক্ষণ কোর্সের মূল উদ্দেশ্য:

পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা, একাডেমিক সুপারভিশন সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান ও বাস্তবায়ন, কর্মক্ষেত্রে গতিশীলতার জন্য আইসিটি-এর কার্যকর ব্যবহার এবং সার্থক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার বিভিন্ন কৌশল আয়ত্তকরণ।

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু:

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিচিতি, বাংলাদেশের শিক্ষানীতি-২০১০, বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, একীভূত শিক্ষা, একাডেমিক সুপারভিশন, শিখনতত্ত্ব, ব্লুমের তত্ত্ব ও বিভিন্ন ক্ষেত্র অনুযায়ী অভীক্ষা প্রণয়ন, যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন ও মূল্যায়ন কৌশল, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল, প্রশাসনে নৈতিকতা ও শিষ্টাচার, সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯, সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯, সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮, অটিজম, নারী ও শিশু পাচার রোধ এবং শিশুদের জন্য নিরাপদ সড়ক। সেশনগুলো মোট ১০টি মডিউলের অধীনে পরিচালিত হয়। প্রশিক্ষণে সকল মডিউল শেষে মডিউলভিত্তিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

নেপ-এর অনুষদ সদস্যবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ কর্মকর্তাগণ তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে অধিবেশন পরিচালনা করেন। ৭ম ব্যাচের কোর্স পরিচালক ছিলেন জনাব দিলীপ কুমার সরকার, প্রোগ্রামার এবং কোর্স সমন্বয়ক ছিলেন জনাব শামছুদ্দিন আহমেদ, এ কে এম রুহুল আমিন, মোহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক, সহকারী বিশেষজ্ঞ, নেপ। প্রথম ব্যাচের মেধা তালিকায় ১ম স্থান ও ডিজি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন জনাব নূহ আইনুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক, ৩নং পাটরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাগেরহাট। দ্বিতীয় ব্যাচের কোর্স পরিচালক ছিলেন জনাব পঞ্চানন বালা, বিশেষজ্ঞ এবং কোর্স সমন্বয়ক ছিলেন রওশন আলী, বিশেষজ্ঞ, মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, জনাব নিশাত জাহান জ্যোতি, সহকারী বিশেষজ্ঞ, নেপ। ৮ম ব্যাচের মেধা তালিকায় ১ম স্থান ও ডিজি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন জনাব মোঃ জুবায়েদ হোসেন, প্রধান শিক্ষক, কানসোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

আমার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে সাধারণ মানুষের জন্য এমন একটি সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে কেউ দারিদ্র্যের অভিশাপে দুর্ভোগ পোহাবে না, যেখানে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ হবে। অন্যকথায়, তারা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, উন্নত ও মানসম্মত জীবন পাওয়ার সুযোগ পাবে। -প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাত বার্ষিকী ১৫ই আগস্ট ২০১৯। বছর ঘুরে বাঙালি জাতির জীবনে এলো সেই শোকাবহ ১৫ই আগস্ট। বাঙালি জাতির শোকের দিন। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ময়মনসিংহ প্রতিবারের মতো এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপন করে। এ উপলক্ষ্যে নেপ-এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলমের নেতৃত্বে নেপ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ সকাল ৯.০০ টায় সার্কিট হাউজে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পরবর্তীতে সকাল ১০.০০টায় নেপ-এর সকল শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে নেপ-এর প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবনের সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক প্রদান করা হয়। এরপর সকাল ১০.৩০টায় নেপ-এর অডিটোরিয়ামে শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী ও কর্মময় জীবনের ওপর বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও গীতা পাঠের মাধ্যমে আলোচনা শুরু হয়। এরপর বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, পরিচালক, নেপ; জনাব সুলতান আহমেদ, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ ও আহবায়ক, দিবস উদযাপন কমিটি; ড. সুজন কুমার সরকার, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জনাব মোঃ জহুরুল হক, বিশেষজ্ঞ; জনাব এ. কে. এম. মনিরুল হাসান, উপপরিচালক (মূল্যায়ন) ও জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, নেপ। সভাপতির ভাষণে জনাব মোঃ শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ শুরুতেই জাতির পিতা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ এবং শহিদ অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু চিরদিনই শোষিত ও বঞ্চিতদের পক্ষে কাজ করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু এ দেশের মানুষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি এবং তাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সাহসিকতার সাথে কাজ করে গেছেন। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির এমন নির্মম ঘটনার জন্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন। বঙ্গবন্ধুর এমন নজিরবিহীন আত্মোৎসর্গের কথা তুলে ধরে সকলকে তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। সার্বিক অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন জনাব মনোয়ারা বেগম, সহকারী বিশেষজ্ঞ, নেপ। আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকলের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন জনাব মোঃ এহসানুল হক, ইমাম, নামাজ ঘর, নেপ।

জাতীয় শোক দিবসে নেপ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করছেন জনাব মোঃ শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এ মহান বিজয় দিবস ২০১৯ পালিত হয়েছে। সোমবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়।

সকালে সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই নেপ মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম-এর নেতৃত্বে নেপ কর্মকর্তাগণ ময়মনসিংহের শম্ভুগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর সকালে নেপ-এর সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে নেপ ক্যাম্পাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মহাপরিচালক, নেপ। এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম আয়োজন ছিল 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার' শীর্ষক আলোচনা সভা। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি নেপ-এর মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহ আলম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন নেপ-এর পরিচালক জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব দিলরুবা আহমেদ, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ জনাব সুলতান আহমেদ ও জনাব মাহবুব এলাহী, বিশেষজ্ঞ জনাব মোঃ জহুরুল হক, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারী লাইব্রেরিয়ান। আলোচনা সভায় নেপ-এর সহকারী বিশেষজ্ঞ জনাব মনোয়ারা বেগম-এর উপস্থাপনায় আরও বক্তব্য রাখেন বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী জনাব শাহনাজ পারভীন ও আশরাফুল আলম। আলোচনা সভার শুরুতেই মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয় দিবস নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা করেন নেপ-এর প্রোগ্রামার জনাব দিলীপ কুমার সরকার ও সহকারী বিশেষজ্ঞ জনাব মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন । এছাড়াও মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিকেলে নেপ কর্মকর্তা বনাম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রীতি ভলিবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন জনাব মোঃ শাহ আলম, মহাপরিচালক-এর নেতৃত্বে নেপ পরিবারের সদস্যবৃন্দ

প্রামাণ্যচিত্র অবলোকন করছেন জনাব মোঃ শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ এবং জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, পরিচালক, নেপ

সভায় বক্তব্য উপস্থাপন করছেন জনাব মোঃ শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ

মনোজাগতিক শৃঙ্খল মুক্তিই সাফল্য আনে

মনোয়ারা বেগম
সহকারী বিশেষজ্ঞ
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ

ছোটো ছোটো ভাবনা, ছোটো ছোটো স্বপ্ন আর ছোটো ছোটো কাজের সমষ্টিই জীবন।
প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি স্বপ্ন, প্রতিটি কাজই জীবনকে প্রভাবিত করে। আর সে প্রভাব ইতিবাচক হবে না নেতিবাচক হবে তা নির্ভর করে জীবনদৃষ্টির ওপর। সাফল্যের পেছনে নেপথ্য ভূমিকা পালন করে সঠিক জীবনদৃষ্টি। আর ব্যর্থতার পেছনে সুপ্ত থাকে ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিই মানুষকে নিয়ে যায় সফল জীবনের পথে।

আমাদের প্রত্যেক্যের আছে অসীম শক্তিশালী একটি মস্তিষ্ক। আর এই মস্তিষ্ককে ব্যবহার করেই মানুষ গুহা থেকে যাত্রা শুরু করে পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভবন বানিয়েছে মরুভূমিতে, মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছে। মস্তিষ্কের ১০০ বিলিয়ন নিউরোনের প্রতিটি ১ হাজার থেকে ৫ লাখ নিউরোনের সাথে সংযুক্ত। মস্তিষ্কের কোষ বা নিউরোনগুলোকে যত বেশি ব্যবহার করা যায় তত ব্যক্তির কলাকৌশল, সৃজনশীলতা ও দক্ষতা বাড়ে। সামনে এগুনোর শক্তি সৃষ্টি হবে ভেতর থেকেই। তবে এই মস্তিষ্ককে ব্যবহার করতে হবে ইতিবাচকভাবে, সাহসী পদক্ষেপের মাধ্যমে।

মানুষ বেশিরভাগ সময়ই নিজের তৈরি শৃঙ্খলে বন্দি থাকে। এ বন্দিত্ব বিশ্বাসের বন্দিত্ব। মানুষ যা বিশ্বাস করে তা সে অর্জন করে। এই জন্য ছোটোবেলা থেকেই শিশুর বিশ্বাসের গণ্ডিটাকে প্রশস্ত করে দিতে হবে। তার শক্তিশালী মস্তিষ্কটাকে কাজে লাগানোর মূলমন্ত্রটি তাকে দিয়ে দিতে হবে।

২০১৭ সালে সোফিয়া নামে যে রোবটটি বাংলাদেশে এসেছিল তাকে এক পলক দেখার জন্য ছিল হাজার মানুষের ভিড়। রোবটের কথা বলা, একটু হাত নাড়ানো দেখে আমরা মুগ্ধ হই। কিন্তু আমাদের মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা কেমন? মস্তিষ্কের সেলগুলো যে কত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয় ভাবলে অবাক হতে হয়।
একটি দ্রুতগামী গাড়ির নিচে পড়া থেকে বাঁচার জন্য এক পা পিছিয়ে আসার সিদ্ধান্ত ও তা কার্যকরী করার জন্য এক লক্ষ নিউরোনের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়। মুহূর্তের মধ্যেই মস্তিষ্ক এই যোগাযোগ সম্পন্ন করে ও সিদ্ধান্ত নেয় এবং আমাদের জীবন রক্ষা করে। প্রতিটি মানুষ যার যার কাজে তার মস্তিষ্ককে কাজে লাগিয়ে নতুন উদ্ভাবন করে থাকেন।
তাহলে স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন জাগে প্রতিটি মানুষের সফল হবার উপকরণ এবং পুঁজি, 'মস্তিষ্ক' নিয়ে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও কেন মানুষ ব্যর্থতায় জর্জরিত হয়? কেন অসুস্থ হয়? কেন রোগগ্রস্ত হলে নিরাময় করতে পারে না? কেন অসুখী হয়? কারণ খুব সহজ। মস্তিষ্করূপী এই যন্ত্রটির প্রোগ্রামিং সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। এই যন্ত্রটির প্রোগ্রামিং নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের মন দ্বারা। একটি কম্পিউটারের যেমন হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যার থাকে তেমনি মস্তিষ্ক হলো বায়োলজিক্যাল সুপার কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার আর মন হলো এর সফটওয়্যার। মন আর মস্তিষ্কের বন্ধুত্ব-অটুট হবে, অর্থাৎ মন যখন মস্তিষ্ককে কল্যাণকর দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে তখনই সে সাফল্য, সুখ, সুস্থতার পথে পরিচালিত হবে। আপাত অসম্ভবকেও সম্ভব করবে। অর্থাৎ আমাদের প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি নিউরোনে যেভাবে আলোড়ন তোলে ব্রেন সেভাবেই কাজ করে। মনের তথ্য যদি সঠিক হয় তাহলে আমরা সফল হই, ভুল হলে ব্যর্থ হই। যে কারণে বলা হয় ব্যর্থতার মূল কারণ মনোজাগতিক শৃঙ্খল। অর্থাৎ মনের নেতিবাচক প্রোগ্রামিংয়ের কারণে আমরা ব্যর্থ হই।
কী ধরনের নেতিবাচক প্রোগ্রামিং আমরা ব্রেনকে দেই তার কয়েকটি উদাহরণ হলো -অনেক শিক্ষার্থী বলে আমি মেধাবী নই। আমি ইংরেজি/গণিতে দুর্বল। আমার পক্ষে ভালো কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে চান্স পাওয়া সম্ভব নয়। এই ধারণা সৃষ্টি হয় মা বাবা শিক্ষক এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের নেতিবাচক মন্তব্য থেকে। তারপর আরও বলা হয় ব্যবসা করতে পুঁজি লাগে। যে কারণে আমাদের দেশে উদ্যোক্তার সংখ্যা কম। আবার বলা হয়-'আমার মামা চাচার জোর নেই। আমার চাকরি হবে না।' শারীরিক কোনো অসুস্থতা থাকলে বলা হয় যে, এই অসুখ তার বংশগত। অতএব এ অসুখ হওয়া তার জন্য স্বাভাবিক। আবার কারও রাগ থাকলে বা বদমেজাজি হলে বলা হয় সে উত্তরাধিকারসূত্রে এই আচরণ পেয়েছে।
সাফল্যের আর এক অন্তরায় ব্যর্থতার স্মৃতি। আমাদের জীবনে ব্যর্থতা নানাভাবে আসতে পারে। সেটা পেশা পরিবার সংগঠন বা জীবনের যে কোনো পরাজয়, স্থবিরতা হতে পারে। কিন্তু প্রথম বা দ্বিতীয় বার ব্যর্থ হওয়ার পর এই ব্যর্থতাকে স্মৃতি বানিয়ে ফেলেন অনেকে। আমরা অতীতের ব্যর্থতার সেই স্মৃতিকে স্মরণ করেই আশঙ্কা করি যে আমি তো ব্যর্থ হয়েছিলাম এই কাজে, আবার না ব্যর্থ হই। ফলে সত্যি সত্যিই ব্যর্থ হই।
ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি হাজার হাজার গবেষণা করে দেখেছে মানুষের নার্ভাস সিস্টেম বাস্তবতা ও কল্পনার মধ্যে কোনো তফাত করতে পারে না। মস্তিকে একই তথ্য বার বার যেতে থাকলে মস্তিষ্ক সে অনুযায়ী কাজ করতে থাকে। যদি ব্যর্থতার স্মৃতিচারণ বার বার করা হয় তাহলে জীবনে ব্যর্থতার পরিমাণ বাড়তেই থাকবে। আমাদের করণীয় হচ্ছে মনের শক্তি দিয়ে আমাদের এই মনের বন্দিত্বকেই ভাঙতে হবে। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে ইতিবাচক করতে হবে। ভাবতে হবে যে, আমাকে দিয়েই সম্ভব ইনশাল্লাহ। তাই বলতে হবে-'আমি পারি, আমি করব'। দিনে শতবার বলব -আমি বিশ্বাসী! আমি সাহসী! আমি পারি! আমি করব!

আমার জীবন আমি গড়ব। পরিবর্তন আনতে হবে ভেতর থেকে। বিশ্বাস করতে হবে বড় কিছু করার সামর্থ্য স্রষ্টা আমাকেও দিয়েছেন। বিশ্বাস করতে হবে সফলতা অর্জনের শক্তি আমার ভেতরেও আছে। বিশ্বাস রোগ নিরাময় করে, ব্যর্থতাকে সাফল্যে, অশান্তিকে প্রশান্তিতে রূপান্তরিত করে। বিশ্বাসই মেধাকে বিকশিত করে, যোগ্যতাকে কাজে লাগায়, দক্ষতাকে সৃষ্টি করে। তাই আমরা নিজের, নিজের পরিবারের, সন্তানের শক্তি সামর্থ্য ও মেধার ব্যাপারে বিশ্বাসী হবো।

আমরা যারা নেতিবাচকতায় অভ্যস্ত হয়ে আছি তা থেকে বেরিয়ে সুপার কম্পিউটার মস্তিষ্ক থেকে কী কাজ পেতে চাই মনে সেই ছবিটা আঁকতে পারি ধ্যানের গভীরে। ছবিকে শিল্পীর তুলির আঁচড় দিয়ে যত সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারব যে, আমি এই জায়গায় যেতে চাই, আমি এই সফলতা পেতে চাই। চাওয়া যুক্তিসঙ্গত হলে মস্তিষ্কই আমাদের জীবনকে সেভাবে পরিচালিত করে বাস্তবতায় পৌঁছে দেবে। তবে আমাদের বিশাল শক্তিভাণ্ডার পরিচালিত হয় মন দিয়ে। তাই এই মনকে আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। বর্তমানে আমাদের মন কিন্তু প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। ভার্চুয়াল ভাইরাস এখন আমাদের জীবনকে শৃঙ্খলিত করছে। ভার্চুয়াল ভাইরাস এখন আধুনিক প্রক্রিয়ায় মনোজাগতিক শৃঙ্খলে বন্দি করে আমাদের জীবনকে ব্যর্থ করছে। তাই এ ব্যাপারে আমরা সচেতন থাকব এবং চারপাশের সবাইকে সচেতন করব।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে আমার ভাবনা

মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া ইনস্ট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, কলাপাড়া, পটুয়াখালী

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। আর প্রাথমিক শিক্ষা সেই শিক্ষার সূতিকাগার। শিশুর প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিবার এবং প্রথম শিক্ষক মা। তবে এই শিক্ষা শিশুর অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। শিশু পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও নিকট পরিবেশ থেকে শেখে। এরপর প্রবেশ করে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। যেখানে শুরু হয় তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ। বলা হয়ে থাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুর শিক্ষার ভিত রচিত হয়। সুতরাং সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা আবশ্যক। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষা করা হয়েছে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ সকল শিশুর জন্যই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ও পাশের হার আশাব্যঞ্জক। এখন সময়ের দাবি মানসম্মত বা যোগ্যতাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা। প্রশ্ন হলো মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা কী? সহজ উত্তর হলো শিখনফল অর্জন করাতে হবে। বিষয়টি একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক। আমাদের আছে বিশ্বমানের সময়োপযোগী সুলিখিত বিস্তৃত কারিকুলাম বা শিক্ষাক্রম এই বিস্তৃত শিক্ষাক্রমে উল্লেখ করা আছে কোন পাঠে কী যোগ্যতা বা শিখনফল অর্জন করাতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বাংলা বিষয়ের পড়ার যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিখনফল যথাক্রমে শিক্ষার্থীরা বাংলা সাত দিনের নাম পড়তে পারবে, বাংলা বারো মাস ও ছয় ঋতুর নাম পড়তে পারবে, সহজ বিষয়ের বর্ণনা পড়তে পারবে, বর্ণনা পড়ে বিষয় বুঝতে পারবে, পঞ্চম শ্রেণির গল্প পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে। শিক্ষকের পাঠদান শেষে প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা যদি বাংলা সাত দিনের নাম পড়তে পারে, দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা যদি বাংলা বারো মাস ও ছয় ঋতুর নাম পড়তে পারে, তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা যদি সহজ বিষয়ের বর্ণনা পড়তে পারে, চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা যদি বর্ণনা পড়ে বিষয় বুঝতে পারে, পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা যদি গল্প পড়ে মূলভাব বুঝতে পারে তাহলে বলা যায় শিখনফল বা যোগ্যতা অর্জন হয়েছে। অর্থাৎ মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষককে সহযোগিতার জন্য রয়েছে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা, শিক্ষক নির্দেশিকা, শিক্ষক সংস্করণ, প্রশ্নপুস্তিকা। পাঠ্যপুস্তক কীভাবে পড়াতে হবে সেজন্য শিক্ষককে সহযোগিতার জন্য শতভাগ বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে শিক্ষক সংস্করণ। একটি পাঠের ধারাবাহিক কার্যাবলি কী হবে, কী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে, কীভাবে মূল্যায়ন করতে হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে শিক্ষক সংস্করণে। শিক্ষককে হাতে-কলমে শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ করে তুলতে চলমান আছে পিটিআই কর্তৃক পরিচালিত ডিপিএড ও আইসিটি প্রশিক্ষণ, উপজেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক পরিচালিত সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণ, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার কর্তৃক পরিচালিত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণসহ সময়োপযোগী সব ধরনের প্রশিক্ষণ। প্রায় শতভাগ বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর।

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য রয়েছে বিশেষ শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, শ্রেণিকক্ষ সুসজ্জিতকরণ ও খেলনা সামগ্রী ক্রয়ের জন্য বিশেষ বরাদ্দ। রয়েছে শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি ও মিড ডে মিলের ব্যবস্থা। এখন শুধু প্রয়োজন সংশ্লিষ্টদের নিয়মিত ও যথাযথ মনিটরিং, শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কমিটমেন্ট। শিক্ষকগণ শিখনসামগ্রী অধ্যয়ন করে, প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে, উপকরণ, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে পাঠদান করবেন। শিশুদের শিক্ষায় আগ্রহী করে তুলতে চিত্তবিনোদনসহ আকর্ষণীয় পাঠদান এবং অভিভাবকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতায় অনুপ্রেরণা যোগাতে নিয়মিত হোম ভিজিট, অভিভাবক সমাবেশ, মা সমাবেশ ও উঠান বৈঠকের আয়োজন করতে হবে। তাহলেই নিশ্চিত হবে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা। আর জাতি পাবে মানবিক গুণাবলি এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশলী আলোকিত নাগরিক।

জনাব দিলরুবা আহমেদ-এর উপপরিচালক (প্রশাসন) পদে যোগদান

জনাব দিলরুবা আহমেদ গত ০৯ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এ উপপরিচালক (প্রশাসন) পদে যোগদান করেন। তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ২৭তম ব্যাচের একজন সিনিয়র সহকারী সচিব। তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলায় এবং টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলায় দক্ষতা ও সুনামের সাথে কর্মরত ছিলেন। এর আগে তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে শেরপুর সদরসহ ঢাকার মতিঝিল ও কোতোয়ালী সার্কেলে কর্মরত ছিলেন। ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন এবং প্রবেশনার হিসেবে রংপুর জেলায় কর্মরত ছিলেন। এছাড়া রংপুর বিভাগীয় কমিশনার অফিস এবং ঢাকা বিভাগের কমিশনার অফিসে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০১ সালে ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগে অনার্স ও ২০০৩ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। অনার্স ও মাস্টার্স উভয় ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণিতে ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। তার জন্মস্থান ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলায়। তিনি বিবাহিত এবং তার একটি মেয়ে ও একটি ছেলে রয়েছে।

জনাব মোঃ নাছিরউদ্দিন-এর বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান

জনাব মোঃ নাছিরউদ্দিন ১০ই অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে বিশেষজ্ঞ পদে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এ যোগদান করেন। নেপ-এ যোগদানের পূর্বে তিনি রাজবাড়ী পিটিআই-এর সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৩ই জানুয়ারি, ১৯৮৮ সালে ইনস্ট্রাক্টরপদে যোগ দিয়ে বিভিন্ন পিটিআইতে ইনস্ট্রাক্টর এবং সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ হতে বিএসসি (সম্মান), এমএসসি (১ম শ্রেণি) ডিগ্রি অর্জন করেন। পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তার জন্ম। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক পুত্র সন্তানের জনক।

জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাই-এর সহকারী বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান

জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাই গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ সহকারী বিশেষজ্ঞ হিসেবে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ময়মনসিংহ-এ যোগদান করেন। নেপ-এ যোগদানের পূর্বে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হিসেবে খাগড়াছড়িতে কর্মরত ছিলেন। প্রথমে তিনি ২০০৫ সালে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে সরাসরি 'উপজেলা শিক্ষা অফিসার' হিসেবে কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলায় নিয়োগপ্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি বিভিন্ন উপজেলায় দক্ষতা ও সুনামের সাথে তার দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে ২০১৮ সালে 'সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার' হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২০০০ সালে B.Sc. Ag এবং ২০০১ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে M. S in Crop Botany- তে ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি চাকুরিরত অবস্থায় ২০১৭ সালে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রোগ্রামের (পিইডিপি-৩) আওতায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় হতে Master of Education (M.Ed) ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার পোড়াবাড়ি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং এক পুত্র সন্তানের জনক।

জনাব নাসির উদ্দিন-এর সহকারী বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান

জনাব নাসির উদ্দিন গত ৭ই অক্টোবর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এ সহকারী বিশেষজ্ঞ হিসেবে যোগদান করেন। তিনি উপজেলা রির্সোস সেন্টার-এর ইনস্ট্রাক্টর পদে ২০০৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর নেত্রকোণা জেলার কেন্দুয়া উপজেলায় যোগদান করেন। তিনি নেত্রকোণা জেলার কেন্দুয়া, ময়ময়সিংহ সদর, মুক্তাগাছা এবং ত্রিশাল উপজেলায় প্রায় ষোল বছর দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৬ সালে তিনি ঢাকা বিভাগের শ্রেষ্ঠ ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর নির্বাচিত হন। ২০১৯ সালের ২ জুলাই হতে ৮ জুলাই পর্যন্ত তিনি Asian Institute of Technology in Vietnam থেকে Modern School Management Practices বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা থেকে ১৯৯৮ সালে শিক্ষা বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতক (বিএড অর্নাস) এবং ২০০১ সালে থিসিসসহ স্নাতকোত্তর (এমএড) ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি Teaching Learning Status of Preprimary Education in Bangladesh শিরোনামে একটি গবেষণায় অধ্যয়নরত। ১ জানুয়ারি ১৯৭৮ সালে তিনি গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক।

নেপ ইনোভেশন টিমের দক্ষিণ কোরিয়া ভ্রমণ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট ইনোভেশন টিম গত ১৩-১৯ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি. দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল ভ্রমণ করেন। ইনোভেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নেপ মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলমের নেতৃত্বে দক্ষিণ কোরিয়ার দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, Learning Center, Education Museum, War Museum-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পরিদর্শন করেন। ভ্রমণকারী দলের অন্য সদস্যরা ছিলেন নেপ-এর পরিচালক জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, প্রোগ্রামার জনাব দিলীপ কুমার সরকার, সহকারী বিশেষজ্ঞ জনাব মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন এবং হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে ভ্রমণকারী দল প্রথম দিন ইনচেন অঞ্চলের গুরু ডিস্ট্রিক্ট-এর Magok Elementary Schools পরিদর্শন করেন। এই বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত ১১৮ জন শিশু পড়ে। শিশুদের ভবিষ্যৎ গড়ার দায়িত্বে ১৯ জন শিক্ষক ও ১৩ জন কর্মচারী কর্মরত আছেন। ৪ তলা বিশিষ্ট দুটি বিল্ডিং এ আছে লিফটের সুযোগ। রয়েছে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের সুযোগ-সুবিধা। বিদ্যালয়গুলোতে মিড-ডে মিল, নার্স ও ডায়েটেশিয়ানের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও আছে বিনোদনের নানান সুযোগ। বিদ্যালয়গুলো সম্পূর্ণভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের উপযোগী। শ্রেণিকক্ষগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মাল্টিমিডিয়া ও ব্লাকবোর্ড সমৃদ্ধ।

গাঠনিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা, লাইব্রেরির বাইরেও শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা বুক কর্নার এবং শিশুদের বয়স উপযোগী বসার ব্যবস্থা রয়েছে। ভ্রমণকারী দলের জন্য শিক্ষা মিউজিয়াম দেখার অভিজ্ঞতাটা ছিল একেবারেই নতুন। বাংলাদেশে মিউজিয়াম দেখার অভিজ্ঞতা থাকলেও এডুকেশনের বিষয় নিয়ে মিউজিয়াম হতে পারে এটা চিন্তায়ও ছিলোনা। দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে শিক্ষা মিউজিয়াম দেখে মনে হয়েছে, বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাস নিয়ে খুব সুন্দর একটি শিক্ষা মিউজিয়াম হতে পারে। শিক্ষা মিউজিয়াম কমপ্লেক্সের আরেক পাশে আছে শিক্ষা বিষয়ক লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরিতে শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বই পাওয়া যায়। এর একটি অনলাইন ভার্সন আছে। অর্থাৎ কেউ চাইলে অনলাইনেও বই পড়তে পারবে। জানা যায়, সবচেয়ে বেশি শিক্ষা বিষয়ক বই এখানে রয়েছে। সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির গবেষকরাও এই লাইব্রেরি থেকে তাদের প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ করে থাকেন।

ভ্রমণকারী দল সিউলের গুরু ডিস্ট্রিক্ট-এর একটি লার্নিং সেন্টার পরিদর্শন করেন। এই লার্নিং সেন্টারগুলোতে অভিভাবকদের জন্য নানান ধরনের ট্রেনিং ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এখানে দুই ধরনের ট্রেনিং দেয়া হয়। (১) শিশুদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অভিভাবকদের ভূমিকা সম্পর্কিত এবং (২) কিশোর বয়সে শিশুদের কী কী ধরনের সমস্যা হয় এবং কীভাবে তা মোকাবিলা করা যায় সে সম্পর্কিত বিষয়গুলো অভিভাবকদের জানানো। এই লার্নিং সেন্টারগুলো সিটি কাউন্সিল থেকে পরিচালিত হয়।

সিউল এডুকেশন মিউজিয়ামের সামনে মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম-এর নেতৃত্বে নেপ ইনোভেশন টিম

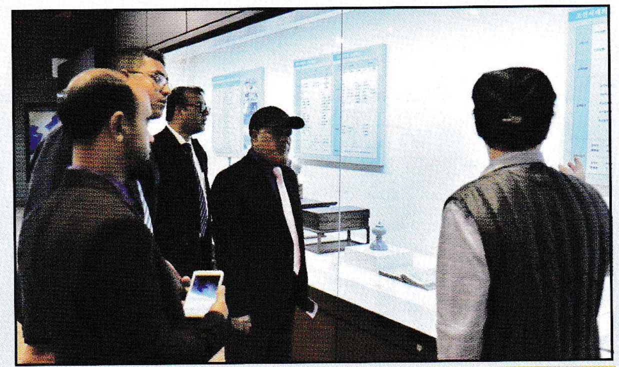

লার্নিং সেন্টার পরিদর্শনে নেপ ইনোভেশন টিম

দ্বিতীয় দিন দক্ষিণ কোরিয়ার মাপো (Mapo) ডিস্ট্রিক্ট-এর হংইক বিশ্ববিদ্যালয় এলিমিনেটারি (Hong IK Elementary School) স্কুল পরিদর্শন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এই স্কুলটিতে ৫০৪ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন। যাদের দায়িত্বে আছেন ২২ জন শিক্ষক ও ১৩ জন সাপোর্ট স্টাফ। এখানকার পাবলিক ও প্রাইভেট স্কুলের ম্যানেজমেন্ট ও কোর্স কারিকুলাম একই। এই স্তরে শিশুদের জন্য কোনো ধরনের সামষ্টিক মূল্যায়ন নেই। তবে প্রতি সপ্তাহে/মাসে গাঠনিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিশুদের মূল্যায়ন করা হয়। এসব বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরা সর্বোচ্চ বেতন সুবিধা ভোগ করেন। এছাড়াও বিদ্যালয়গুলোতে মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা, শিশুদের স্বাস্থ্যগত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের কথা বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা, শিক্ষার্থীদের

এখানে অভিভাবকদের অনুষ্ঠান ছাড়াও লোকাল কমিউনিটির জন্য শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ভ্রমণ শেষে কর্মকর্তাগণ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর একটি প্রতিবেদন প্রদান করেন। এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে ১৭টি সুপারিশ করা হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিএড (সম্মান) ও এমএড ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া, বিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি, ক্লাস্টার ভিত্তিক প্যারামেডিক/নার্স নিয়োগ, মিড-ডে মিল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আলাদা কর্মচারী নিয়োগ এবং শিক্ষার ইতিহাস জানানোর জন্য জেলাভিত্তিক একটি এডুকেশন মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা।

জাপানে নেপ অনুষদ-সদস্যগণের CPD ও ICT বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ

নেপ অনুষদ-সদস্য এবং প্রাথমিক শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জনাব রঙ্গলাল রায়, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, নেপ, ময়মনসিংহ, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, মুহাম্মদ রকিবুল ইসলাম তালুকদার, সুপারিনটেনডেন্ট, ময়মনসিংহ পিটিআই এবং জনাব মোঃ মাজাহারুল ইসলাম খান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, নেপ, ময়মনসিংহ গত ২৬ অক্টোবর ২০১৯ থেকে ১৫ নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ২১দিন ব্যাপী জাপানের হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়-এ 'Planning and Conducting Efficient Continuous Professional Development' এবং ১৬ নভেম্বর ২০১৯ হতে ২২ নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ০৭দিন ব্যাপী জাপানের মিয়াজাকি শহরে 'ICT in Education' বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় সেগুলো হলো- Teacher Education Course in Japan, Global Trends of Continuous Professional Development (CPD), Consideration for Meaningful Assessments and Activities to Foster Competencies in Science, Textbooks and Instruction, Lesson Study, ICT in Education etc.

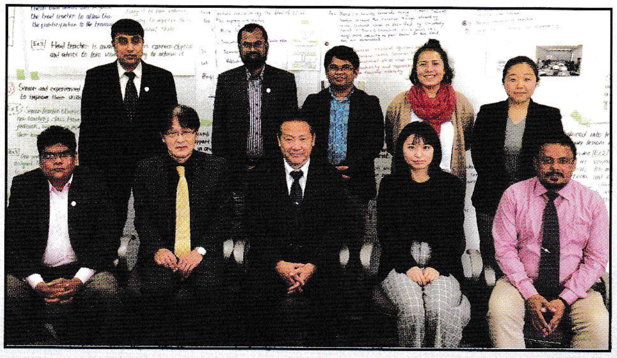

জাপানি প্রশিক্ষকদের সাথে সিপিডি ও আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণে সফররত নেপ টিম

প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীগণ নিয়মিত প্রশিক্ষণ অধিবেশন ব্যতীত Hiroshima Attached Elementary School, Mihara Elementary School, Sagishima Island Elementary School Gi কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন এবং শিক্ষকগণের সাথে মতবিনিময় করেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ বিভিন্ন অধিবেশনে অংশগ্রহণ, বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, শিক্ষকগণের সাথে আলোচনা এবং হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২জন শিক্ষার্থীর সহায়তায় জাপানের শিক্ষকদের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করেন। ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার আলোকে অংশগ্রহণকারীগণ বাংলাদেশের শিক্ষকদের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের জন্য নিম্নের কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন:

- প্রতিটি বিদ্যালয়ে লেসনস্টাডি কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা,
- চাহিদা নিরূপণপূর্বক বিদ্যালয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (যেমন- বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি) আয়োজন করা,
- শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ভলান্টারি প্রশিক্ষণের অয়োজন করা ও শিক্ষকদের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা,
- শিক্ষকদের চাকরির বয়সভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা, যেমন-১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ বছরের শিক্ষকদের জন্য পৃথক পৃথক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা,
- মেন্টরিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা,
- বিদ্যালয় ভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করা,
- প্রি-সার্ভিস প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং শিক্ষক লাইসেন্স সিস্টেম চালু করা
- বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককে পেশাগত দায়িত্ব ও তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা,
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে আইসিটি ম্যাটেরিয়ালস সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা।

উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষকের দায়িত্ববোধ (Responsibility), নৈতিকতাবোধ (morality), জবাবদিহিতা (accountability), সৃজনশীলতা (creativity), স্বীকৃতি (recognition) এবং শিক্ষকদের শিক্ষণের জ্ঞানবৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও পেশাগত উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের কাজ করার স্বাধীনতা (Automony), সহযোগিতা (collegiality) এবং নির্দেশনা (guidance) প্রদান অত্যন্ত প্রয়োজন বলে অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি
নেপবার্তা
অর্ধবার্ষিক প্রকাশনা ◗ ২৩শ বর্ষ ◗ ১ম সংখ্যা ◗ জানুয়ারি ২০২০

একনজরে প্রশিক্ষণ সংবাদ

নেপ প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও নবতর ধ্যান-ধারণা বিস্তরণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে রাজস্ব খাতে সম্পন্নকৃত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার নাম	খাত	ব্যাচ সংখ্যা	মেয়াদ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স	রাজস্ব	২	২০ জুলাই-৩ আগস্ট ২০১৯	৮০ জন
০২	Students Weakness of Grade Three in Mathmatics : Causes and Remedies শীর্ষক গবেষণার টুলস্ প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা	রাজস্ব	২	৪-৬ আগস্ট ২০১৯	১১ জন
০৩	এডিপিইওদের জন্য অফিস ব্যবস্থাপনা, আর্থিক এবং মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	রাজস্ব	২	২৪-২৮ আগস্ট ২০১৯	৩২ জন
০৪	পদোন্নতিপ্রাপ্ত ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টরগণের অফিস ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	রাজস্ব	২	২৪-২৮ আগস্ট ২০১৯	৩০ জন
০৫	নেপ অনুষদ সদস্যগণের ই-মনিটরিং এবং সুপারভিশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	রাজস্ব	১	২৯-৩০ আগস্ট ২০১৯	৪০ জন
০৬	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম	রাজস্ব	২	১-৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯	১৪৪ জন
০৭	পিটিআই সুপারনটেনডেন্টগণের অফিস ব্যবস্থাপনা এবং বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ	রাজস্ব	২	২৬- ২৮ অক্টোবর ২০১৯	৬৩ জন
০৮	পিটিআই/ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টরগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	রাজস্ব	১	২ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর ২০১৯	৪০ জন
০৯	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৯-এর বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নপত্রের মার্কিং স্কিম প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা	রাজস্ব	১	১৭-২৫ নভেম্বর ২০১৯	৭৩ জন
১০	প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক কর্মশালা	রাজস্ব	২	১৩ নভেম্বর- ১৭ নভেম্বর ২০১৯	১১০ জন

Web : www.nape.gov.bd, E-mail : napebarta@gmail.com
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর ভাষা অনুষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

মুদ্রণ : কোরায়শী প্রাঙ্গণ, ময়মনসিংহ। মেইল : yazdaniq@yahoo.com, মোবাইল : ০১৭১১ ১৭১ ৬৭৩